গাংনীতে মোটরাসাইকেল রেস খেলতে গিয়ে কিশোর আহত

মোটরাসাইকেল রেস খেলতে গিয়ে গাছের সাথে ধাক্কায় মারাত্বক আহত হয়েছেন রাব্বী হোসেন (১৪) নামের এক কিশোর।
আহত রাব্বী গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে।

আজ বুধবার (৩১ আগষ্ট) সকাল ১১ টার দিকে সাহারবাটি-হিজলবাড়িয়া সড়কের টেপিখালি মাঠের আটকবর এলাকায় এ দূর্ঘটনাটি ঘটে।

আহত রাব্বীকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। তার অবস্থার অবনতি হলে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

রাব্বীর বড়ভাই শাকিব হোসেন জানান, রাব্বী ও তার অপর এক বন্ধু মিলে সাহারবাটি-হিজলবাড়িয়া রাস্তায় মোটরসাইকেল রেস খেলতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের একটি গাছের সাথে ধাক্কা খায়। পরে সেখান থেকে আবারো পার্শ্ববর্তি খাদে পড়ে মারাত্বক আহত হন। তার ব্যহৃত মোটরাসাইকেলটিও মারাত্বক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বলে জানান শাকিব।

আহত রাব্বী বর্তমানে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

গাংনীতে মামীর জমির ফসল নষ্ট করার অভিযোগ ভাগ্নেদের বিরুদ্ধে

গাংনী উপজেলার মোমিনপুর মাঠে হতদরিদ্র বিধবা মামীর ৮ শতক জমির কলাই বিষ স্প্রে করে মেরে দিলেন ভাগ্নেরা। একমাত্র সম্বল ৮ শতক

জমির কলাই মারা যাওয়ায় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন অসহায় দিনমজুর রেহেনা খাতুন।

অসহায় রেহেনা খাতুন গাংনী উপজেলার মোমিনপুর গ্রামের মৃত বাবুল মোল্লার স্ত্রী। সোমবার (২৯ আগষ্ট) দিবাগত রাতের কোনো এক সময় বিষ স্প্রে করার এ ঘটনা ঘটে।

রেহেনা খাতুন জানান, প্রতি মৌসুমেই আমার এই জমির ফসল কর্তনসহ বিষ স্প্রে করে নষ্ট করে দেয় প্রতিপক্ষরা। গোয়াল গ্রামের মৃত দিনু মোল্লার ছেলে সিদ্দীকুর রহমানের নেতৃত্বে রহিদুল ইসলাম, মহিদুল ইসলাম, সিদ্দিকুর রহমান,মাহাজ্জুল ইসলাম, মোফাজ্জেল হক দুলু, তাহাজ আলী এই আবাদি জমির ক্ষেত ও গরুর জন্য লাগানো ঘাষ বিষ প্রয়োগ করে নষ্ট করে দিয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

তিনি আরো বলেন, স্বামী মৃত্যু বরণ করার পর থেকে জমি দখল নেওয়ার চেষ্টায় তারা এভাবে অত্যাচার করছে। এঘটনায় মামলা দায়ের করবেন বলে জানিয়েছেন রেহেনা।

মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ জানান, বিষয়টি আমি অবগত আছি। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচনা করে সমাধান করার আশ্বাস দেন তিনি

গাংনীতে ৮ জুয়াড়িকে অর্থদন্ড করলেন ভ্রাম্যমাণ আদালত

গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামে অভিযান চালিয়ে জুয়া খেলার ১৭৫২ টাকা, জুয়া খেলায় ব্যবহৃত তাসসহ ৮ জুয়াড়িকে আটক করেছেন গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম।

সোমবার (২৯ আগষ্ট) দিবাগত মধ্যরাতে তেরাইল বাজারের একটি দোকানের মধ্যে জুয়া খেলা অবস্থায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করেন।

আটকরা হলেন, এ উপজেলার তেরাইল গ্রামের আব্দুল খালেকের ছেলে সুমন

হোসেন (৩৫), জাকিরুল ইসলাম (২৭), মৃতু নুরনবীর ছেলে আরিফুল ইসলাম(২০), কাবরান আলীর ছেলে রাজিব হোসেন (২০), মৃতু নবিছদ্দীনের ছেলে মিন্টু হোসেন (৩৫), আব্দুল হামিদের ছেলে আব্দুর রাজ্জাক (৩২), মিনারুল ইসলামের ছেলে বিপ্লব হোসেন (২৫) ও আনারুল ইসলামের ছেলে মহিবুল ইসলাম (২২)।

আজ মঙ্গলবার (৩০ আগষ্ট) দুপুরের আটকদের ভ্রাম্যমাণ আদালতে নিলে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম তাদের বঙ্গিয় জুয়া আইন ১৮৬৭ এর ৪ ধারায় ৬০০ টাকা অর্তদন্ড করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, জুয়া খেলা অবস্থায় এসব জুয়াড়িদের নগদ টাকা ও তাসসহ আটক করে ভ্রাম্যমাণ আদালতে নিলে তাদের অর্থদন্ড করে ছেড়ে দেওয়া হয়। ভবিষ্যাতে আর কখনো এ খেলা খেলবেনা বলেও মুচলেকা দেন তারা।

গাংনীতে সাবেক সংসদ সদস্য নুরুল হকের মৃত্যু বার্ষিকী পালন

মেহেরপুরের গাংনীতে গণ পরিষদ সদস্য, সাবেক সংসদ সদস্য ও হাজী ভরষ উদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক নুরুল হকের ২৪ তম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনাসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পরিবারের আয়োজনে শনিবার সকাল ১১টায় মরহুমের বাস ভবনের সামনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মটমুড়া ইউপি চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন হাজী ইছার উদ্দীন।

বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্মসম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহীম শাহীন। গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান

অ্যাডভোকেট একেএম শফিকুল আলম। মরহুমের ছেলে আ স ম নাজমুল হক সাগর। এসময় রাজনৈতিক, সামাজিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীর হাড়িয়াদহ গ্রামে ছাগল চোর সন্দেহে দুজনকে গনপিটুনী

বিপ্লব হোসেন ও মিন্টু আলী নামের দুই ছাগল চোর সন্দেহে আটক করে উত্তম মাধ্যম দিয়ে পুলিশে দিয়েছেন স্থানীয়রা।
গাংনী উপজেলার হাড়িয়াদহ গ্রামে তাদের আটক গ্রামবাসি।

বিপ্লব হোসেন চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার বৈদ্যনাথপুর খয়ের আলীর ছেলে এবং মিন্টু আলী একই উপজেলার হারদী গ্রামের মাদার আলীর ছেলে।

আজ শনিবার (২৬ আগষ্ট) সকাল ১০ টার দিকে হাড়িয়াদহ গ্রামের রাস্তা থেকে ছাগল চোর সন্দেহে তাদের ধরে উওম মাধ্যম দেন ।
গাংনী থানা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) হুমায়ন কবীর বলেন, এ দুজন রাস্তা দিয়ে হেটে যাওয়ার সময় তাদের গ্রামবাসি ছাগল চোর সন্দেহে ধরে মারধর করে। পরে গ্রামবাসি ৯৯৯ কল দিলে সেই কল পেয়ে আমরা ঘটনাস্থল থেকে তাদের উদ্ধার করে থানায় নিয়ে এসেছি।

তিনি বলেন, গ্রামের রোকনুজ্জামান নামের একজনের ছাগল চুরির কথা বলা হলেও রোকন জানিয়েছেন এই ছাগল আমরা না। অনেক আগে আমার ছাগল চুরি হয়েছে।

এছাড়া তাদের বিরুদ্ধে কোনো থানায় মামলা বাজিডি নেই। তাই তাদের বাবার কাছে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগ সভাপতি-সম্পাদকসহ ১৪ নেতার বিরুদ্ধে বিএনপির মামলা

মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপি অফিস ভাংচুরের অভিযোগে উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আমিনুল ইসলাম সেন্টু, সাধারন সম্পাদক অনিকসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার গাংনী পৌর যুবদলের আহবায়ক ও সাবেক পৌর কাউন্সিলর সাহিদুল ইসলাম বাদী হয়ে মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটট আদালতে মামলাটি দায়ের করেন।

মামলাটি আমলে নিয়ে বিজ্ঞ বিচারক তদন্তের জন্য পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে,গত ১৩ আগষ্ট সকাল সাড়ে ১১ টার সময় মামলার আসামী ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে বিএনপি অফিসে হামলা চালিয়ে আসবাবপত্র,মোটরসাইকেল ভাংচুর,সাইবোর্ড ছিড়ে দেয় এমন অভিযোগ তুলে মামলা করা হয়।

গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আমিনুল ইসলাম সেন্টু বলেন,রাজনৈতিক ভাবে মোকাবেলা করতে ব্যার্থ হয়ে অসত্য তথ্য তুলে ধরে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। রাজনৈতিক ভাবেই মামলা মোকাবেলা করা হবে।

মামলার বাদী গাংনী পৌর যুবদলের আহবায়ক সাবেক পৌর কাউন্সিলর সাহিদুল ইসলাম বলেন,কোন কারন ছাড়াই বিএনপি অফিসে বারবার হামলার ঘটনা ঘটে। বাধ্য হয়েই মামলা দায়ের করা হয়েছে। সঠিক ভাবে মামলা তদন্ত করা হলে সঠিক তথ্য বের হয়ে আসবে।

গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক মো: মকলেছুর রহমান মুকুল বলেন,এমন কোন ঘটনা ঘটেনি যে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের নামে মামলা করতে হবে। মিথ্যা দিয়ে কখনও রাজনীতি হয়না। এই মামলার ফলে আওয়ামীলীগ ও ছাত্রলীগ সহ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা ঐক্যবন্ধ হবে।

ট্রেনিং শেষে বাড়ি ফিরেই আত্মহনন করলো গাংনীর যুবক লিমন

জোর করে সিঙ্গাপুর পাঠানোর জন্য পারিবারিক চাপ ছিলো লিমনের উপর। তাকে বাধ্য করিয়েছিল প্রশিক্ষণ যাওয়ার জন্য। গত ৫ দিন আগে ঢাকা থেকে ট্রেনিং শেষ করে বাড়িতে এসেছে লিমন।

বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টার দিকে নিজ ঘরের আড়ার সাথে গলাই রশি পেঁচিয়ে লিমন হোসেন আত্মহত্যা করেন। লিমন গাংনী উপজেলার নওয়াপাড়া গ্রামের আরশেদ আলী ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, লিমন গ্রামের এক মেয়ের প্রেমে আসক্ত হয়ে পড়াই সে সিঙ্গাপুরে যেতে আগ্রহী ছিলোনা। তারপরেও পরিবারের চাপে সে দিশেহারা ছিলো। চাপ সইতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেবলে ধারণা করছেন তারা।

লিমনের বাবা আরশেদ আলী বলেন, লিমন সকালে পরিবারের লোকজনের সাথে খাওয়া-দাওয়া শেষে নিজ ঘরে ঘুমাতে যায়। কিছুক্ষণ পর ঘরের আড়ার সাথে মরদেহ ঝুলতে দেখা যায়।

সিঙ্গাপুরের যাওয়ার জন্য লিমন গত ৫ দিন আগে ঢাকা থেকে ট্রেনিং শেষ করে বাড়িতে আসে। কি কারণে আত্মহত্যা করেছে সেটি এখন পর্যন্ত নিশ্চিত হতে পারিনি।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গাংনীতে ঝরে পড়া রোধ ও শিক্ষার মান উন্নয়নে অভিভাবক সমাবেশ

ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল থেকে ঝরে পড়া রোধ ও শিক্ষার মান উন্নয়নে গাংনীর ভাটপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অভিভাবক, শিক্ষক ও স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২৫ আগষ্ট)দুপুরের দিকে ভাটপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত এ সমন্বয় সভায় সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মোঃ হুমায়ূন কবির (সুমন)।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার মোঃ উবাইদুল্লাহ।

ভাটপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোঃ তৌহিদুর রহমান কাকনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, প্রধান শিক্ষক মোঃ শফিকুল ইসলাম।

মুক্ত আলোচনায় শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য মতামত দেন অভিভাবক মোছাঃ জুলিয়া, তাহেরা খাতুন, কাজল, ফিরোজা খাতুন সহ অন্যান্য অভিভাবকবৃন্দ।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ গাংনী এরিয়া অফিসের সহযোগীতায় বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, গ্রাম উন্নয়ন দলের সদস্য ও স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি যৌথভাবে এই অভিভাবক সমাবেশের আয়োজন করে।

অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের নিয়মিত বিদ্যালয়মুখী করা ও শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি, দ্বিমাসিক ভিত্তিতে অভিভাবক সমাবেশ, স্কুলে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বর্তমানে শূন্য শিক্ষার্থীদের ভাল ফলাফল করানো, দূর্বল শিক্ষার্থীদের বাড়তি নজর দেওয়া,সহ নানা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় অভিভাবক সমাবেশে।

এ সময় বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, গ্রাম উন্নয়ন দলের সদস্য সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ৮ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও গাংনী ও মুজিবনগর থানা পুলিশ ও র্যাব-৬ এর গত ২৪ ঘন্টার অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামিসহ ৮ জন গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ২ ও নিয়মিত মামলার ৬ আসামি রয়েছে।

গত সোমবার (২৪ আগষ্ট) থেকে আজ বৃহস্পতিবার (২৫ আগষ্ট) ভোররাত পর্যন্ত তিনটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল এসব আসামি গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

এদিকে ২৪ ঘন্টায় তিনটি থানায় ৫ টি মামলা এফআইআর ভূক্ত হয়েছে। এসব মামলার মধ্যে রয়েছে গাংনী থানায় খুনের অভিযোগে একটি, বিস্ফোরক আইনে ১ টি, সদর থানায় মাদক আইনে ২ টি ও অন্যান্য আইনে ১ টি মামলা হয়েছে। এফআইআরভূক্ত এই ৫ টি মামলায় মোট আসামি হয়েছে ২০ জন।

এসময় ২ টি ককটেল বোমা, ১১০ গ্রাম গাঁজা ও ৭ পিচ ইয়াবা জব্দ করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২৫ আগষ্ট) সকালের দিকে গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে শাশুড়ি হত্যা মামলার আসামি ঘাতক বাদশার স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দী রেকর্ড

গাংনীর করমদি গ্রামের রঙ্গিলা খাতুন হত্যা মামলায় স্বীকারোক্তি দিয়ে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী দিয়েছে মামলার একমাত্র আসামি সুলতান বাদশা।

বুধবার দুপুরে মেহেরপুর জুডিশীয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তারিকুল ইসলামের আদালতে নিলে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট ১৬৪ ধারায় তার জবানবন্দী রেকর্ড করেন।

গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মনোজিত কুমার নন্দী বলেন, সুলতান বাদশাকে তার শাশুড়ি রঙ্গিলা খাতুন হত্যা মামলায় আটক দেখিয়ে জুডিশীয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে নেয়া হয়।

জবানবন্দীতে তার দোষ স্বীকার করেছে। এর আগে পুলিশের কাছে প্রাথমিক ভাবে তার শাশুড়িকে হত্যার ঘটনা স্বীকার করেছেন।

বাদশা বলেছেন, তার স্ত্রীর সাথে প্রায় ঝগড়া ঝাটি লেগেই থাকতো। কয়েক দিন যাবৎ তাকে (স্ত্রীকে) শশুর বাড়ি থেকে নিজের বাড়ি নিয়ে যেতে চাইলে শাশুড়ি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ঘটনার দিন এ নিয়ে স্ত্রী ও শাশুড়ির সাথে সকাল থেকেই তুমুল ঝগড়াঝাটি চলছিল।

এক পর্যায়ে বাড়ির পাশের মাঠের একটি গাছের সাথে রশি দিয়ে আত্মহত্যারও চেষ্টা করে সে। পরে তার স্ত্রী ও শাশুড়ি তাকে মাঠ থেকে ধরে আনেন। কিছুতেই মিটমাট হচ্ছিলনা।

পরে ধারালো হাসুয়া দিয়ে প্রথমে স্ত্রীকে কয়েকটি কোপ মারে। পরে শাশুড়ি ঠেকাতে গেলে তাকেও কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায়। হত্যা করে নিজ গ্রামে গিয়ে আত্মগোপনে চলে যান ঘাতক সুলতান বাদশা।

ধরা পড়ার ভয়ে দিনের আলোয় আত্মগোপনে থেকে রাতের আধারে দুরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে সে। এক পর্যায়ে স্থানীয় গ্রামবাসির সহযোগীতায় গাংনী থানা পুলিশের হাতে আটক হয় এই ঘাতক।

এদিকে বুধবার দুপুরের দিকে নিহত রঙ্গিলার স্বামী শওকত আলী বাদী হয়ে গাংনী থানায় ৩০২/৩২৬/৩০৭ ধারায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ১৯, তারিখ ২৪/০৮/২০২২ ইং। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

উল্লেখ্য, গত ২৩ আগষ্ট মঙ্গলবার বেলা ১১ টার দিকে ঝগড়া ঝাটির জের ধরে স্ত্রী রিংকি খাতুনকে ধারালো হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত করে। এসময় রঙ্গিলা খাতুন তার মেয়ে রিংকিকে বাঁচাতে এলে তাকে হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায় সুলতান বাদশা।